দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ FEB 25 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

৩৬

ফেনীতে কলেজে বৃত্তির ফরম সংগ্রহ নিয়ে বিতণ্ডার জের ॥ সংঘর্ষে একজন নিহত

ফেনী, ২৪ ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– দাগনভূঞা ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজের দুই ছাত্রের বৃত্তির ফরম সংগ্রহ করার সময় বাকবিতণ্ডার জের-ধরে পরবর্তীতে দু'দলের সংঘর্ষে একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে দাগনভূঞা বাজার এলাকায়।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানিয়েছে, বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় জেলার দাগনভূঞা সদরের ইকবাল মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্র আবুল হোসেন ও মাসুমের মধ্যে অন্য এক ছাত্রের জন্য বৃত্তির ফরম সংগ্রহ করাকে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে চরম বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে আবুল হোসেন ক্ষিপ্ত হয়ে মামুনকে ছুরিকাঘাত করে। দুপুর দেড়টায় আবুল হোসেন ও মামুনের সহযোগীরা দাগনভূঞা বাজার

(৭-এর পাতায় দেখুন)

ফেনীতে কলেজে

(প্রথম পাতার পর)

এলাকায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষে ব্যাপক বোমা ও গুলি বিনিময়ের সময় ক্রসফায়ারে বাজারের মামুন প্রেসের কম্পোজিটর আলমগীর হোসেন হারুন (৩২), বাচ্চু মিয়া (৩০), শাহজালাল (২৮)সহ ৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়।

আলমগীর হোসেন হারুনকে ফেনী সদর হাসপাতালে, বাচ্চুকে দাগনভূঞা হাসপাতালসহ আহত অন্যদের স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। আলমগীর হোসেন হারুন বিকাল পৌনে ৪টায় ফেনী হাসপাতালে মারা যায়। নিহত আলমগীর নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার ইদলপুর গ্রামের আবদুস সোবহানের পুত্র। ঘটনার সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ ১০ রাউন্ড গুলি ছুড়েছে। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সাজু টেলিফোনে জনকণ্ঠকে এক বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে আলমগীর হোসেন হারুন দাগনভূঞা থানা শ্রমিক লীগ নেতা বলে দাবি করেছে এবং এই হত্যার জন্য স্থানীয় বিএনপি'র সন্ত্রাসীদের দায়ী করেছে।